Anandabazar Patrika, Kolkata, 23 Mar 2021, p. 3

ইস্তফা দিলেন আইআইএমসি ডিরেক্টর অঞ্জু

নিজস্ব সংবাদদাতা

নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল দেশে ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রমের অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান— ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-কলকাতা (আইআইএমসি)। মেয়াদ শেষের এক বছর আগেই আইআইএমসি-র ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সেখানকারই প্রাক্তনী তথা আইআইএমসি-র প্রথম মহিলা ডিরেক্টর অঞ্জু শেঠ।

প্রতিষ্ঠানটির 'পরিচালনা ও পঠনপাঠনের মানের অবনমনের জন্য তাঁকেই দায়ী করে সম্প্রতি কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিল সেখানকার পূর্ণ সময়ের সিংহভাগ শিক্ষকদের সংগঠন আইআইএম ক্যালকাটা ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন (আইআইএমমসিএফএ)। তাদের অভিযোগ, আইআইএমসির চেয়ারম্যান-সহ বোর্ড অব গভর্নর্স (বিওজি)-ও তাদের বক্তব্যকে কার্যত উপেক্ষা করে পরোক্ষে ডিরেক্টরের পক্ষেই বার্তা দিচ্ছিল। এ বার সেই চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণ কুলকার্নি ও বিওজি-র বিরুদ্ধেই 'অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ' ও 'কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) এবং বিওজি-র কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন অঞ্জু। সম্প্রতি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছেও তিনি চিঠি দেন বলে বাজারে খবর ছড়ায়। বিওজি এ দিন তাঁর পদত্যাগপত্র পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছে, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই বৈঠকে বসবে। অঞ্জু শেঠকে এ দিন ফোন করা হলেও তিনি তা ধরেননি।

অঞ্জু আইআইএমসি-র দায়িত্বভার নেওয়ার কিছু দিন পর থেকেই শিক্ষকদের বড় অংশ অভিযোগ তোলেন, শিক্ষক নিয়োগ, কর্মীর ঘাটতি, গবেষণায় খরচ ছাঁটাই ইত্যাদির জেরে প্রতিষ্ঠানের মানের অবনমন গুরুতর জায়গায় পৌঁছেছে। ১৯ জন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান ছাড়লেও নতুন নিযুক্ত হয়েছেন মাত্র এক জন। পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের সংখ্যা আমদাবাদ ও বেঙ্গালুরুর আইআইএমের চেয়েও কম। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ক্ষেত্রে আর এক শীর্ষ শাখা 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'-এর ক্ষমতা ও কাজ ধারাবাহিক ভাবে খর্ব করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে কিছু পড়ুয়ার খরচ মকুবের আর্জি, একটি পাঠ্যক্রম চালু করা নিয়েও বিতর্ক বাধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, পদত্যাগপত্রে অঞ্জু দাবি করেছেন, আইআইএমসি তথা সকলের উন্নয়নেই নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তিনি। তবে এটিকে বিশ্ব মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে না পারার জন্য গত চার মাস ধরে চেয়ারম্যানের সঙ্গে 'পারস্পরিক আস্থার অবনতিকেই' দায়ী করেন। তাঁর বিরুদ্ধে 'ভিত্তিহীন' অভিযোগের ভিত্তিতে বোর্ড পদক্ষেপ করেছে বলেও তাঁর অভিযোগ। অঞ্জুর আরও দাবি, প্রতিষ্ঠানে আগের নানা অনিয়ম, অস্বচ্ছতা, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি তাঁর নজরে আসে। অন্য আইআইএমের মতো সেখানে নির্দিষ্ট আচরণ বিধিও নেই। একটি সফটওয়্যার কেনার ঘটনায় কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের তদন্ত শুরু হলেও কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে তাতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

আইআইএমসি সূত্রের খবর, কী সমস্যা হচ্ছে তা জানতে চেয়ে, গত দু'মাস ধরে শিক্ষকদের এক একটি অংশের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলে বিওজি। বিওজি-র বিরুদ্ধে শিক্ষকদের বক্তব্যও সেখানে তুলে ধরা হয়। ডিরেক্টর হিসেবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অঞ্জু দেবীর মেয়াদ ছিল। আইআইএমসি-র নিয়ম অনুযায়ী, ন'মাস আগে নতুন করে আবেদনপত্র চাওয়ার কথা। কিন্তু এ বারে তার অনেক আগে মার্চের গোড়ায় সেই আবেদন চেয়েছে আইআইএমসি। আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে আগ্রহীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কথা। তার আগেই পদত্যাগ করলেন অঞ্জু। আপাতত কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করার সম্ভাবনাই বেশি।